সমকাল

তারিখ 10 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান দিতে আইন হচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তরের দাওরায়ে হাদিসকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বা ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্সের সমমান দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সরকার এ বিষয়ে দ্রুতই একটি আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে। সেই আইনি কাঠামোর ভেতরে কওমি সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আইনের খসড়া তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একজন সদস্যের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার।

খসড়া তৈরিতে নয় সদস্যের কমিটি গঠন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. এম শাহ্ নওয়াজ আলি এ কমিটির প্রধান। বাকি সদস্যরা হলেন ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ইউজিসির সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ, ইউজিসির অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক মো. মিজানুর রহমান, ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক খন্দকার হামিদুর রহমান ও ইউজিসির উপসচিব মো. শাহীন সিরাজ। ইউজিসির সিনিয়র সহকারী সচিব (লিগ্যাল) মৌলি আজাদ এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির প্রথম সভা গত ১৬ অক্টোবর ইউজিসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, খসড়া প্রণয়নের আগে কওমি মাদ্রাসাসংশ্লিষ্ট পাঁচজন বিজ্ঞ আলেমকে ডেকে তাদের মতামত

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

নেওয়া হবে। জানতে চাইলে মৌলি আজাদ সমকালকে বলেন, কমিটির একটিমাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকলের মতামতকে সমন্বিত করেই খসড়া প্রণয়ন করা হবে। গত ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষাকে মাস্টার্স সমমর্যাদার সরকারি ঘোষণা দেন। এরপর এ নিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে এ বিষয়ে কোনো আইন না থাকায় 'সনদের মান' দেওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য দ্রুত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক) ছাড়াও দেশে জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে আরও কমপক্ষে পাঁচটি কওমি মাদ্রাসা বোর্ড রয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয়ে ও কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। হেফাজতে ইসলামের আমির চট্টগ্রামের দারুল উলুম মঈনুল ইসলামের মহাপরিচালক মাওলানা আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের এ কমিশন নিয়ে শুরু হয় আলেমদের মতবিরোধ। পরে প্রধানমন্ত্রী এপ্রিলে সনদের মানের ঘোষণা দেওয়ার পর তাদের বিতর্ক কিছুটা স্তিমিত হয়েছে।

দেশে আলিয়া মাদ্রাসা, কওমি মাদ্রাসা ও স্বতন্ত্র মাদ্রাসা– এ তিন ধারার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আলিয়া মাদ্রাসায় সরকার নিয়ন্ত্রিত বোর্ড রয়েছে এবং এ ধারার দাখিল (এসএসসি সমমান) ও আলিম (এইচএসসি) পাস করে মূল ধারার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। কওমিতে এ সুযোগ নেই। তারা চানও না।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর ছয়টি কওমি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠন করা হয় ১১ সদস্যের পরীক্ষা আয়োজন কমিটি। 'আল-হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' নামে এ কমিটির মাধ্যমে গত ১৫ মে প্রথমবারের মতো সমন্বিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষা। ২৩১টি কেন্দ্রে আয়োজিত পরীক্ষায় অংশ নেন ২০ হাজার ২০৪ পরীক্ষার্থী। এক হাজার নম্বরের ১০ বিষয়ে পরীক্ষা হয়। বিষয়গুলো হলো বুখারি শরিফ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, মুসলিম শরিফ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, তিরমিজি শরিফ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, আবু দাউদ শরিফ, ইবনে মাজা ও নাসাঈ শরিফ এবং ওহাবি শরিফ।

ছয় বোর্ডের সমন্বিত কমিটি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সনদ ইস্যু করতে চেয়েছিল। তবে সনদের মান দিতে এখন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

হেফাজত ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও দলের দাবি ছিল, শুধু দাওরায়ে হাদিসের সনদের স্বীকৃতি দিতে হবে। মাদ্রাসার শিশু শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আগের মতোই থাকবে। এগুলোর সরকারি স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞানের মতো সাধারণ বিষয় পড়ানো হবে না। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের দায়িত্ব বিদ্যমান বোর্ডগুলোই করবে। মাদ্রাসা পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা থাকতে পারবে না।

দেশের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় বলা যেতে পারে যে, প্রাথমিক, জুনিয়র, স্কুল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের কোনো মান নির্ধারণ ছাড়া এক লাফে শুধু স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রির সরকারি স্বীকৃতি হবে। শেষ পর্যন্ত এটা মেনেই স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে সরকার।